



34464 - মসজিদে নববি য়ি়ারত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: য়ে হাজী অথবা উমরাকারী মসজিদে নববি য়ি়ারত করতে চান তনি কি মসজিদে য়ি়ারতরে নয়িত করবনে? নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর য়ি়ারতরে নয়িত করবনে? মসজিদে নববি য়ি়ারত করার আদবগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্তু প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: যদি হাজীসাহবে হজ্জরে আগে অথবা পরে মসজিদে নববি য়ি়ারত করতে চান তাহলে তনি মসজিদে নববি য়ি়ারত করার নয়িত করবনে; কবর নয়। কারণ নকেই হাছলি করার জন্য কোনে কবরকে উদ্দেশ্য করে সফর করা জায়যে নয়; বরং সফর করা যায় তনিটি মসজিদে উদ্দেশ্যে। সগুলো হচ্ছ- মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদে আকসা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণতি হাদসি়ে এসছে তনি বলেন: “তনিটি মসজিদে ছাড়া অন্য কোনে কছিকে উদ্দেশ্য করে সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, আমার মসজিদে ও মসজিদে আকসা।” [সহি বুখারি (১১৮৯) ও সহি মুসলিম (১৩৯৭)] য়ি়ারতকারী যখন মসজিদে নববতি়ে পৌঁছবে তখন মসজিদে প্রবশে করার জন্য ডান পা এগয়ি়ে দবি়ে এবং এ দোয়াটি পড়বে:

বসিমলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূললিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগফরিলি য়নুবি, ওয়াফ তাহলি আবওয়াবা রহমাতকি।
আউজুবলিল্লাহলি আয়মি, ওয়া বি ওয়াজহলি কারমি, ওয়া বি সুলতানহিলি কাদমি মনিশ শায়তানরি রাজমি।

(অর্থ- “আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর শান্তি বরণতি হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মার্জনা করে দনি। আমার জন্য আপনার রহমতরে দরজাগুলো খুলে দনি। আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানতি চহেরা ও অনাদি ক্ষমতার উসলিয় বতি়াতি শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”)

এরপর যা খুশি নামায পড়বে। উত্তম হচ্ছ- রয়াদুল জান্নাতে (জান্নাতরে বাগান) নামায আদায় করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মম্বির ও হুজরা (যেখনে কবরটি রয়ছে) এর মাঝখানের স্থান। এ স্থানটুকু জান্নাতরে বাগান। নামায শেষে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর য়ি়ারত করতে আসবে তখন আদবরে সাথে কবররে সামনে দাঁড়াবে এবং বলবে: আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আল্লাহুম্মা সাল্লা আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামদিুম মাজদি।
আল্লাহুম্মা বারকি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা



হামদিম মাজদি। আশহাদু আন্বাকা রাসূলুল্লাহি হাক্কান। ওয়া আন্বাকা কাদ বাল্লাগতার রসিলা, ওয়া আদদাইতাল আমানা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জাহাদতা ফলিলাহি হাক্কা জহিদিহি। ফা জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতকি আফযালা মা জাযা নাবয়্বিয়ান আন উম্মাতহি।

(অর্থ- হে নবী! আপনি নিরাপদে থাকুন। আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকতনাযলি হোক। হে আল্লাহ! আপনি উর্ধ্ব জগতে মুহাম্মদরে ও তাঁর পরিবার-পরিজনরে প্রশংসা করুন। যথোপযথো আপনি উর্ধ্ব জগতে ইব্রাহিমেরে ও তাঁর পরিবার-পরিজনরে প্রশংসা করছেন। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমিন্বতি। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনরে উপর বরকত নাযলি করুন যখন আপনি বরকত নাযলি করছিলেন ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনরে উপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমিন্বতি। আমি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আপনার উপর অর্পিত রসিলাতরে দায়িত্ব পালন করছেন। আমানত আদায় করছেন। উম্মতরে কল্যাণ করার চেষ্টা করছেন। আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছেন। আল্লাহ আপনাকে উম্মতরে পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন”।)

এরপর সামান্য ডানে অগ্রসর হয়ে আবু বকর (রাঃ) এর কবরে সালাম দিবে ও তাঁর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে।

এরপর আরেকটু ডানে অগ্রসর হয়ে উমর (রাঃ) এর কবরে সালাম দিবে ও তাঁর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। যদি তাঁদের দুজনরে মর্যাদার সাথে সঙ্গতপূর্ণ অন্য কোন দোয়া করে সেটোও ভাল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে হুজরা মাসহে করা অথবা হুজরার চর্তুদিকে তাওয়াফ করা কথিবা দোয়ার সময় কবরকে সামনে রাখা জায়যে নয়। কারণ আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যবে বধিান দয়িচ্ছেনে তার আলোককে। ইবাদতগুলোর ভিত্তি হতে হবে অনুকরণ; অভনিব কোনে কছি নয়। আর নারীর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর বা অন্য কারো কবর যিয়ারত করা জায়যে নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কবর যিয়ারতকারী নারীদরে উপর লানত হোক”[সুনানে তরিমজী, আলবানী সহহি তরিমজী গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন] তবে নারীগণ তাদের স্ব স্ব স্থানে থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি সালাত ও সালাম(রহমত ও শান্তি) প্রার্থনা করবেন। যবে কোনে স্থানে থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি সালাত ও সালাম পশে করা হোক না কেনে সেটো তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। হাদিসে এসছে- তোমরা যখনে থাক না কেনে আমার প্রতি দরুদ পড়। তিনি আরও বলেন: আল্লাহর পক্ষ থেকে কছি ফরেশেতা জমনি ঘুরে বেড়ান। তারা আমার উম্মতরে সালাম আমার নকিটে পৌঁছে দেনে”[সুনানে নাসাঈ (১২৮২), আলবানী সহহি নাসাঈ (১২১৫) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন] (জ্ঞাতব্য: হাদিসে زَوَّارَاتُ শব্দটি زَوَّارَاتُ শব্দরে অর্থ ব্য়বহৃত হয়েছে। কোনে زَوَّارَاتُ শব্দটি زَوَّارَاتُ অর্থ- زَائِرَاتُ (যিয়ারতকারী) শব্দরে বহুবচন। দেখুন: শাইখ বকর আবু যায়দে এর যিয়ারাতুল কুবুর লনি নসি, পৃষ্ঠা- ১৭) পুরুষদরে জন্য মদনিার বাকী কবরস্থান যিয়ারত করা বাঞ্ছনীয়। যিয়ারতকালে বলবেন:



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ
وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاعْفُ رَنَا وَلَهُمْ.

(অর্থ- ও মুমনি, মুসলমান কবরবাসী! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষতি হোক। আমরাও অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হব। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাদের মধ্যকার অগ্রবর্তী বাপশচাৎবর্তী সকলকে ক্ষমা করে দনি। আমরা আমাদের ও আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে নরিপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবনে না। তাদের মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফতেনাগ্রস্ত করবনে না। আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করে দনি।)

যদি ওহুদ পাহাড়ে যতে চায় এবং সখোনে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ সেই যুদ্ধে যত্যাগ, পরীক্ষা ও শাহাদাতের নজরানা পশে করছেন সগেলো স্মরণ করতে চায় এরপর সখোনে শায়তি শহীদদের কবরে সালাম দতি চায় উদহরণ রাসুলের চাচা হামযা বনি আব্দুল মতেতালবেরে কবরে এতে কোন অসুবধি নহে। বরং এটি জমনি ভরণ করার যত নরিদশে তার অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহই ভাল জাননে।